দ্বিধান্বিত?

প্রকৃতপক্ষ্যে এ বারো জন উত্তর সুরী, খলিফা, আমীর এবং ইমাম যে কারা তা পরিস্কার ভাবে বুঝতে আমাদের আর একজন সুন্নী আলিম দরকার:

বিখ্যাত আলিম আল-যাহাবী তার ***তাজকিরাত আল-হুফফাজ***, খন্ড.৪, পৃঃ.২৯৮, গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার আল- আসকালনী তার ***আল-দুরার আল-কামিনাহ***, খন্ড.১, পৃঃ.৬৭, গ্রন্থে বলেন যে, সদরুদ্দিন ইব্রাহিম বিন মুহম্মদ বিন আল-হামাওয়াই আল-জুওয়াইনি আল-শাফীই একজন সুবিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। উক্ত আল- জুওয়াইনী আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ননা করেন, রাসুল (সঃ) বলেন, **"আমি নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ট এবং আলী ইবনে আবি তালিব হল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শ্রেস্ট। আর আমার পর আমার উত্তরাধিকারী হবে বারো জন। যাদের মধ্যে প্রথম জন হবে আলী ইবনে আবি তালিব এবং সর্বশেষ জন হবে আল মেহেদী।"**

আল-জুওয়াইনি, ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে এবং তিনি মুহম্মদ (সঃ) থেকে আরও বর্ননা করেন: "নিশ্চয় আমার পর আমার খলিফা এবং আমার উত্তরসূরী এবং আলাহর সৃষ্টিজগতে আলাহর নিদর্শনের সংখ্যা হবে বারো। তাঁদের প্রথম জন হবে আমার ভাই এবং সর্বশেষ জন হবে আমার (দৌহিত্র) পুত্র।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল: " হে আলাহর রাসুল, আপনার ভাই কে?" তিনি বললেন, "আলী ইবনে আবি তালিব" অতঃপর তাঁরা জানতে চাইলেন, "এবং আপনার পুত্র কে?" রাসুল (সঃ) উত্তর দিলেন, "**আল মেহেদী** যখন পৃথিবী অত্যচার ও কুশাসনে ভরে যাবে তখন তিনি ন্যায়বিচার ও সাম্য কায়েম করবেন। এবং তাঁর কসম, যিনি আমাকে সতর্ককারী এবং সুসংবাদ প্রদান কারী করেছেন, যদি এই মহাবিশ্বের আয়ূ একদিন ও অবশিষ্ট থাকে তবে, সর্বশক্তিমান আলাহ ঐদিনকে বিস্তৃত করবেন সেই দিন পযন্ত যে দিন তিনি আমার পুত্র মেহেদীকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন, তারপর রুহুলাহ ইসা ইবনে মরিয়াম (আঃ)-কে অবর্তীন করবেন এবং তাঁর (মেহেদী) পেছনে নামাজ পড়াবেন। এবং তাঁর দীপ্তিতে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হবে। এবং তাঁর ক্ষমতা পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে।

আল-জুওয়াইনি আরও বর্ননা করেন যে রাসুল (সঃ) বলেছেন: **"আমি, আলী, হাসান, হোসাইন এবং হোসাইনের নয় জন বংশধর হল পবিত্র এবং নির্ভুল।"**

[আল-জুওয়াইনী, ***ফারাইদ আল-সিমতাইন***, মুআসসাসাত আল-মাহমুদী লি-তাবাহ, বেইরুত ১৯৭৮, পৃঃ ১৬০]

ইসলামী চিন্তা ধারার সকল শাখার মধ্যে, শুধু ইসনা আশারিয়াহ ইমামিয়া শিয়াগনই (বারো ইমামে বিশ্বাসী) নবী (সঃ) এর বারো জন ন্যায়বান উত্তরসুরীকে বারো ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করে এবং তাঁরা তাদের নিকট থেকেই ইসলামের জ্ঞান **আহরন করেন।**

ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:

http://al-islam.org/faq/

v1.0

জাবির ইবনে সামুরা বর্ননা করেন, আমি রাসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছি: **"বারোজন ইমাম** আসবেন।" অতঃপর তিনি আরও বলেন যা আমি শুনতে পাই নাই। আমার বাবা বলেন, নবীজী সংযুক্ত করলেন, "তাদের প্রত্যেকেই হবে কুরাইশ বংশের।"

[***সাহীহ আল-বুখারী*** (ইংরেজী) হাদীস: ৯.৩২৯, কিতাবুল আহকাম; ***সহীহ আল-বুখারী***, (আরবী), ৪:১৬৫, কিতাবুল আহকাম]

রাসুল (সঃ) বলেছেন:

"ধর্ম (ইসলাম) ঐ সময় (কিয়ামতের দিন) পর্যন্ত স্থায়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে **বারোজন খলিফা** পাবে, যাদের সকলেই হবে কুরাইশ বংশ থেকে।"

[***সহীহ মুসলিম***, (ইংরেজী), পরিচ্ছেদ DCCLIV, খন্ড ৩, পৃঃ ১০১০, হাদীস # ৪৪৮৩;

সহীহ মুসলিম (আরবী), কিতাব আল-ইমারা, ১৯৮০ সৌদী আরবের সংস্করন, খন্ড ৩, পৃঃ ১৪৫৩, হাদীস # ১০]

রাসুল (সঃ) এর এই *বারো জন* উত্তরসুরী কারা ?

সুন্নী আলেমগন কি বলেন:	
ইবনে আল-আরাবী:	রাসুল (সঃ) এর পর আমরা বারো জন আমীর গননা করেছি। তারা হলেন: আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, হাসান, মুয়াবিআহ, ইয়াজিদ, মুয়াবিয়াহ ইবনে ইয়াজিদ, মরওয়ান, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক, মারওযান বিন মুহম্মাদ বিন মারওয়ান, আসসাফফাহ্...এর পর বনি আব্বাসের ২৭জন খলিফা ছিলেন। এখন যদি আমরা তাদের বারো জন বিবেচনা করি আমরা সুলাইমান পর্যন্ত পৌছতে পারি। যদি আমরা আক্ষ্যরিক অর্থ গ্রহন করি তাহলে আমরা পাই ৫ জন এবং তাদের প্রধান চার ন্যায়বান খলিফার সাথে উমর বিন আবদুল আজিজকেও যোগ করি... এই হাদীসের অর্থ আমার বোধগম্য নয়। [ইবনে আল-আরাবী: ***সরহে সুনান তিরমিজি*** ৯:৬৮-৬৯]
কাজী আইয়াদ-আল ইয়াহসুবী:	খলিফার সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। **তাদের সংখ্যা বারজনে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়।** রাসুল (সঃ) বলেননি যে তাদের সংখ্যা হবে কেবল বারো এবং তাদের সংখ্য বেশি হবার সুযোগ নেই। সুতরাং এ সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। [আল-নববী, ***শরহে সহীহ-মুসলিম***, ১২:২০১-২০২; ইবনে হাজর আল-আসকালানী ***ফতহুল বারি***, ১৬:৩৩৯]
জালালুদ্দীন আল-সুউতী:	**কিয়ামত পর্যন্ত কেবল বারো জন খলিফা**। তারা সকলেই সত্যের পথে থাকবেন, যদিও তাঁরা একের পর এক আগমন নাও করেন। আমাদের মতে বারো জনের মধ্যে চারজন হলেন ন্যায়বান খলিফা, এরপর যথাক্রমে হাসান, মুয়াবিয়াহ, ইবনে যুবাইর, এবং সর্বশেষে উমর বিন আবদুল-আজিজ। এরা হলেন আট জন, আরও চারজন বাকি থাকেন। ইমাম মেহেদী যিনি আব্বাসীয় গোত্রের, একজন আব্বাসীয় হিসেবে তিনি অর্ন্তভক্তু হতে পারেন, ঠিক তেমনি যেমন উমর বিন আবদুল আজিজ ছিলেন একজন উমাইয়াহ। তাহির আব্বাসি ও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন কারন তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বান শাসক। **সুতরাং আরও দু জন, যাদের আগমন এখনও ঘটেনি**। তাদের একজন হবেন মেহেদী কারন তিনি রাসুল (সাঃ) এর বংশধর। [আলসুয়ুতি, ***ফারিখ আল-খুলাফা***, পৃঃ ১২; ইবনে হাজার আল-হাইতামি, ***আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকা*** পৃঃ ১৯]
ইবনে হাজার আল-আসকালানী:	**সহীহ বুখারীর এই হাদীসটি সম্পর্কে কারও বেশি ধারনা নেই।** এটা বলা ঠিক হবে না যে, এই ঈমামগন একই সাথে একই সময়ে অবস্থান করবেন। [ইবনে হাজার আল-আসকালানী, ***ফতহুল বারী***, ১৬:৩৩৮:৩৪১]

ইবনে আল জাওজী:	বনী উমাইয়ার প্রথম খলিফা ছিল ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়াহ এবং সর্বশেষ মারওয়ান আল-হিমার। **তাদের মোট সংখ্যা তের জন। উসমান, মুয়াবিয়াহ এবং ইবনে যুবায়েরকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি যেহেতু তারা ছিলেন রাসুল (সঃ) এর সাহাবী।** আমরা যদি মারওয়ান বিন আল-হাকামকে বাদ দিই কারন তার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারটি বিতর্কিত, অথবা সে আবদুলাহ ইবনে জোবায়র-এর জন সমর্থন থাকা সত্যেও ক্ষমাতয় ছিল, **তবে আমারা বারো সংখ্যাটি মেলাতে পারি।**.....বনি উমাইয়াদের থেকে খিলাফত হাত ছাড়া হয়ে গেলে ব্যাপক বিশৃংঙ্খলা দেখা দেয়, যতদিন না বনি আব্বস ক্ষমতায় আসে। অতঃপর মূল অবস্থা পরিপূর্নভাবে বদলে যায়। [ইবনে আল-জাওজী, ***কাশফ আল-মুসকিল***, ইবনে হাজার আল-আসকালনী, ***ফতহুল-বারী*** ১৬:৩৪০-তে সিবতে ইবনে আল-জাওজী হতে ব্যাখ্যা করেন]
আল-নববী:	এতে এমনও বুঝা যেতে পারে যে, ইসলামী প্রাধান্যের সময় মোট বারো জন ইমাম থাকবে। যখন ইসলাম ক্ষমতাসীন হবে, **এই খলিফাগন তাদের ক্ষমতাকালীন সময়, ধর্মকে গৌরবান্বিত করবেন**। [আল-নববী: ***সরহে সাহিহ মুসলিম***, পৃঃ ১২:২০২-২০৩]
আল-বায়হাকী:	**এই সংখ্যা (বারো) ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এর সময় পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। তার পর ছিল অনিয়ম ও বিশৃংখলা**, এবং তার অব্যবহিত পরই এল আব্বসীয় রাজত্ব। এ সময়ে ইমামদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করি যা বিশৃংঙ্খলার কারনে ঘঠেছে, তাহলে তাদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে। [ইবনে কাছির, ***তারিখ***, ৬:২৪৯; আল-সুয়্যুতি, ***তারিখ আল-খুলাফা*** পৃঃ ১১]
ইবনে কাছির:	যারা বায়হাকীকে অনুসরন করেন এবং তার দাবীর সাথে একমত পোষন করেন যে, 'জামাআ' বলতে ঐ খলিফাদের বুঝায় যাঁরা পাপী ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিক এর সময় পর্যন্ত এসেছেন, এবং তারা হাদিসের সেই ব্যাখ্যাকারীদের আওতাভুক্ত যাদের নিয়ে সমালোচনা ও অভিযোগ রয়েছে। যদি আমরা আবদুল মালিকের পূর্বে জুবায়ের এর খিলাফত স্বীকার করে নিই তাহলে ইমামের **সংখ্যা হওয়া উচিৎ ষোল**। যদিও তাদের মোট সংখ্যা উমর ইবনে আবদুল আজিজের পূর্ব পর্যন্ত বারো হওয়া উচিৎ। **এই পদ্ধতিতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ নয় ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াহ অন্তর্ভূক্ত হবে।** যাই হোক এটা প্রতিষ্টিত যে, অধিকাংশ আলেমগনই স্বীকার করেন যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ একজন সত্য পরায়ন ও ন্যয়বান খলিফা ছিলেন। [ইবনে কাছির, ***তারিখ*** ৬:২৪৯-২৫০]